কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৮.০১.০০২.০৪.১০১

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ২৮ জুলাই ২০২৬

বিষয়ঃ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৫ এর খসড়া মতামত পর্যালোচনা ও বিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অংশিজন, দপ্তর সংস্থা প্রধান ও আন্ত:মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা গত ০৩ জুন ২০২৬ তারিখ রোজ: বুধবার, দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : সভার কার্যবিবরণী (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে)।

ড. মো: আকতার হোসেন খান
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন: ০২-৪১০৫৪১৯৪
E-mail: cst@moa.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ;
০২. উপাচার্য, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
০৩. উপাচার্য, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর;
০৪. সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮. জনাব আনোয়ার ফারুক, প্রাক্তন কৃষি সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;
০৯. প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, প্রাক্তন উপাচার্য, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
১০. প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক, জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ;
১১. অতিরিক্ত সচিব (মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ/গবেষণা/সম্প্রসারণ/প্রশাসন/পরিকল্পনা/সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০;
১২. চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
১৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫;
১৪. মহাপরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২০৫;
১৫. মহাপরিচালক, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১৬. মহাপরিচালক, বিজেআরআই, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭;
১৭. মহাপরিচালক, ব্রি, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১৮. মহাপরিচালক, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা-৬৬২০;
১৯. মহাপরিচালক, বিনা, বাকৃবি ক্যাম্পাস, ময়মনসিংহ-২২০২;
২০. মহাপরিচালক, বিডাব্লিউএমআরআই, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০;
২১. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী-৬০০০;

২২. মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা;
২৩. জনাব কামরুল হাসান, যুগ্মসচিব, পিপিবি অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়;
২৪. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়;
২৫. সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২৬. জনাব মো: আজিম উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২৭. সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা;
২৮. ড. মো: শমসের আলী, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ;
২৯. ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সাবেক সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩০. মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
৩১. ড. শাহ মো: মনির হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
৩২. পরিচালক, এসসিএ, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
৩৩. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫;
৩৪. ড. মো: নাজমুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, গবেষণা সেল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা;
৩৫. প্রফেসর ড. নাসরিন আক্তার আইভি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর;
৩৬. প্রফেসর ড. জামিলুর রহমান, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;
৩৭. জনাব মানিক চন্দ্র কর্মকার, সহকারী পরিচালক, বিএডিসি, পিএইচডি ফেলো, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;
৩৮ জনাব মো: বেল্লাল হোসেন, সহকারী পরিচালক, পেটেন্ট, শিল্প নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়;
৩৯. ড. মোহাম্মদ রেজওয়ান মোল্লা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, শস্য বিভাগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫;
৪০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি, ঢাকা;
৪১. ড. রাখা হরি সরকার, পিএইচডি, সমন্বয়ক SABP ও প্রফেসর, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
৪২. কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র সহসভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সিড টেকনোলজি;
৪৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ইউনিক হাইটস্, ১১৭, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,পরিবাগ,রমনা, ঢাকা-১২১৭;
৪৪. জনাব মো: আরিফ হাসান, কৃষক প্রতিনিধি, সায়রা, মৌলভীপাড়া, শ্যামগঞ্জ, তারাগঞ্জ, রংপুর।

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০২. **সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি,** কৃষি মন্ত্রণালয় (সভার কার্যবিবরণী ও উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ এর ফাইনাল ড্রাফটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
০৩. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক, বীজ অণুবিভাগ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৪. অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
moa.gov.bd

খসড়া "উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৬" চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অংশিজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. রফিকুল ই মোহামেদ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ৩ জুন ২০২৬

সময় : দুপুর ১২.০০টা

স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক'

সংশোধিত খসড়া: পরিশিষ্ট-'খ'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এবং খসড়া বিধিমালার পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। অতঃপর সভাপতি উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৬ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করিবার অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান বীজতত্ত্ববিদ খসড়া বিধিমালা এবং প্রাপ্ত মতামতসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ, প্রাক্তন সচিব, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বেসরকারি সেক্টরের প্রতিনিধিগন বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া) এর Preamble এ "উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) ২০১৯ সনের ০৬ নং আইন" শব্দসমূহের অব্যহিত পরে **"এর ৩৭ ধারার"** শব্দসমূহ **নতুনভাবে সংযুক্ত** হইবে;

(২) বিধি ২ এর উপবিধি (১) (গ) এ বর্ণিত "'ধারা' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর কোনো ধারা" বাক্যে **'কোনো' শব্দটি বিযুক্ত** হইবে;

(৩) বিধি ২ এর উপবিধি (১) (ট) নিম্নরূপে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হইবে "(ট) **'নিবন্ধন' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) এর ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধিত ফসলের জাতসমূহকে বুঝাইবে;**"

(৪) বিধি ২ এর উপবিধি (১) (ঠ) এ বিধি'র অর্থে **"এবং ৩৮ এর বলে" শব্দসমূহ বিযুক্ত** হইবে;

(৫) খসড়া বিধিতে "কৃষক অধিকার" এর বিষয়ে বর্ণনা না থাকায় **বিধি ২ এর উপবিধি (১) (ড) বিযুক্ত** হইবে;

(৬) "বোর্ড কর্তৃক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন" সম্পর্কিত বিধি ৫ এর উপবিধি (১) এর সাথে **"যেমন উদ্ভিদ প্রজনন, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি ইত্যাদি"** নতুনভাবে সংযুক্ত হইবে;

(৭) বিধি ৫ এর উপবিধি (২) এ **"সম্মানির পরিমাণ" এর পরিবর্তে 'সম্মানি' শব্দটি প্রতিস্থাপিত** হইবে;

(৮) বিধি ৮ এর উপবিধি ২ নিম্নরূপে পুর্ণবিন্যস্ত হইবে- ৮(২) "কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা বাংলাদেশ সরকারের গ্রেড-১ পদমর্যাদার হইবে। তিনি একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অথবা বিশেষজ্ঞ হইবেন যাহার উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ এবং উদ্ভিদ জাত/কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণায় বিশেষ জ্ঞান অথবা **স্থানীয়ভাবে উদ্ভিদের জাত/বীজ নিয়ে গবেষণালব্ধ বিশেষ অবদান আছে এবং** পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;"

(৯) বিধি ১০ এর উপবিধি (৩) নিম্নবর্ণিতভাবে পুনর্বিন্যস্ত হইবে "তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানকে আনীত অভিযোগ বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের পর্যাপ্ত **সুযোগদান এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক** বর্ণিত উপ-বিধি (২) (ক)-(ছ) মোতাবেক অপসারণ করা যাইবে";

(১০) বিধি ১৪ নিম্নরূপে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হইবে **"উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১)-(৫) এর বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে এবং নিবন্ধনের উপযোগী গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রচলিত উদ্ভিদ জাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালায় নির্ধারিত নূতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) সংক্রান্ত শর্ত পূরণের যথাযথ প্রমাণাদি দাখিল ও যাচাই সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত জাতকে সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন করিয়া নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন; শর্ত থাকে যে, আবেদনপত্র বা দাখিলকৃত তথ্য-উপাত্তে কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হইলে বা অতিরিক্ত যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন হইলে বা আপত্তি/বিরোধ উত্থাপিত হইলে, কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।";**

(১১) বিধি ১৬ নিম্নরূপে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হইবে **"নিবন্ধিত জাতের তথ্য নিবন্ধন বহিতে (Register of Plant Varieties) সংরক্ষণ ।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৬) মোতাবেক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নিবন্ধন বহিতে প্রত্যেক নিবন্ধিত জাতের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা: (১) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা; (২) আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ; (৩) আবেদনপত্রে প্রদত্ত সাময়িক নম্বর (Provisional Number Assigned to the Application); (8) পত্র/দলিল পত্রাদি সরবরাহের ঠিকানা; (৫) নিবন্ধন নম্বর; (৬) অনুমোদিত/প্রদত্ত নাম (Denomination as Granted); (৭) নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ; (৮) গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ; (৯) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; (১০) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণ শুরুর তারিখ; (১১) ফসলের জাতের নাম; (১২) নটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য; (১৩) উদ্ভিদ জাতের শ্রেণি (প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত, অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাত, কৃষকের জাত এবং জিএমও); (১৪) জিএমও সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (১৫) সাধারণ ফসলের নাম (Common Crop Name to which the Variety belongs); (১৬) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি; (১৭) জাতের মুখ্য পাসপোর্ট ডাটা (Key Passport Data of the Variety); (১৮) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety); (১৯) প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (প্রজননবিদ আবেদনকারী না হইয়া থাকিলে); (২০) প্রজননবিদ/প্রজননবিদদের জাতীয়তা; (২১) আইনত: প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২২) লাইসেন্সধারীর নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): (২৩) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি, জাত ও সাধারণ নাম; (২৪) প্রাথমিক জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাতের ক্ষেত্রে); (২৫) বংশ বিস্তারের জন্য প্রাপ্ত বীজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/অঙ্গের (Plant Parts) বিশদ বিবরণ; (২৬) জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৭) কৌলি বস্তুর (Genetic Materials) প্রদানকারির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৮) জাতের উৎস দেশ (Country of Origin of the Variety); (২৯) জাতের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে NDUS ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; (৩০) বাধ্যতামুলক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য বিবরণ (শর্ত, পরিবেশ, প্রত্যাহার ইত্যাদি), (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩১) ঘোষণা এবং জাত প্রত্যাহার/পরিত্যাগ এর বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩২)**

সুবিধা বন্টনের (Sharing of Benefits) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৩) বিরোধিতা, প্রত্যাহার, পুনঃপ্রচলন, ধারাবাহিকতা রক্ষা (Opposition, Renovation, Restoration, Maintenance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৪) নিবন্ধনের পূর্বে জাতটি বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত হইয়া থাকিলে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নথিতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; (ক) যে দেশে সংরক্ষণ করা হইয়াছে উহার নামসহ সেই দেশে জাতটির প্রদত্ত নাম; (খ) দেশের নামসহ প্রথম সংরক্ষণের তারিখ; (গ) প্রথম সংরক্ষণের পর হইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্ত পার্থক্য; (ঘ) তারিখসহ যেই দেশে জাতটি বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হইয়াছে উহার নাম; (ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য; (৩৫) বিস্তারিত তথ্যসহ নিবন্ধন প্রত্যাহারের তারিখ (কারণ ইত্যাদি); (৩৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য তথ্যাবলি;"

(১২) বিধি ১৭ নিম্নরূপে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হইবে **"নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা ।- (১) কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত কোন ফসলের জাত বীজ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭ উপ-ধারা ৫ অনুযায়ী নিষিদ্ধ হইলে উহার নিবন্ধন বাতিল এবং উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২২ উপ-ধারা (৩) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে; (২) তবে আইনের ধারা ২২ উপ-ধারা (৪) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিবার পূর্বে উহার কারণ উল্লেখ-পূর্বক তাহাকে/তাহাদের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের এর মধ্যে তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।"**

(১৩) "আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগ" সম্পর্কিত বিধি ১৮ এ "ফরম-২ ও ৩" এর পরিবর্তে **"ফরম-২" শব্দ প্রতিস্থাপিত** হইবে;

(১৪) "প্রদেয় ফি" সম্পর্কিত বিধি ১৯ এ "প্রতিরোধ (Opposition)" শব্দটির "আপত্তি (Opposition)" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১৫) বিধি ২০ এর উপবিধি (১) (ক) নিম্নরূপে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হইবে "কর্তৃপক্ষ নূতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) ও অন্যান্য পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আলাদাভাবে ফি আদায় করিবে"

(১৬) বিধি ২০ এর উপবিধি (১) (গ) এ "বিশেষ মূল্যায়ন (DNA Fingerprinting)" এর পরিবর্তে "বিশেষ মূল্যায়ন **(Molecular Technique)" শব্দটি প্রতিস্থাপিত** হইবে;

(১৭) বিধি ২১ এর উপবিধি (১) নিম্নরূপে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হইবে "**উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধিকরণের জন্য তফশিল-২ এ বর্ণিত ফরম ও পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও ট্র্যাকিং-এর সুবিধা সংযোজন করিতে পারিবেন।** উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৫) মোতাবেক অনুমোদন প্রাপ্ত (Approved) প্রত্যেকটি জাতের বিশদ বিবরণসহ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"

(১৮) বিধি ২১ এর উপবিধি (৩) এ "আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Conferring Distinctiveness of the Variety)" এর পরিবর্তে **"আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety)"** এবং "স্বত্ব (Claim)" এর পরিবর্তে **"মেধাস্বত্ব (IPR)" প্রতিস্থাপিত** হইবে;

(১৯) বিধি ২৪ এর শিরোনামে "**পাল্টা জবাব অথবা প্রমাণাদি পেশের**" এর পরিবর্তে "**প্রতিজবাব অথবা প্রমাণাদি উপস্থাপনের**" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২০) বিধি ২৮ এর উপবিধি (৬) এ "দলিল পত্রাদি বা প্রমাণক" এর পরিবর্তে **"প্রমাণিক দলিলপত্রাদি" প্রতিস্থাপিত** হইবে;

(২১) “দলিলপত্রের আকার, ইত্যাদি” সম্পর্কিত বিধি ২৯ এ- বাংলার পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইংরেজিতে “আবেদন এবং অন্যান্য প্রমাণিক দলিলপত্রাদি” সংযোগ এবং আনলাইনে আবেদনের বিধান যুক্ত করিতে হইবে;

(২২) এছাড়াও, সভায় বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রাখিয়া প্রয়োজনীয় ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন ও পরিমার্জনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল;

পরিশেষে সভাপতি সকল সদস্যদের সভায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. রফিকুল ই মোহামেদ
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা-২০২৫ এর খসড়া মতামত পর্যালোচনা ও বিধিমালা চূড়ান্তকরণ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের হাজিরা

সভার তারিখ : ০৩ জুন, ২০২৬ খ্রি.; সময়: দুপুর ১২.০০ ঘটিকায়
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫১৭, ভবন নং-৪)
সভাপতি : সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে

ক্র নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১			
২	আনোয়ার ফারুক প্রাক্তন সচিব (কৃষি)	01711564572	[illegible]
৩	ড. মো. [illegible] ইসলাম ভূঁইয়া প্রধান [illegible]	01552467945	[illegible]
৪	ড. মো: মাহমুদুর রহমান অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	01762501299	[illegible]
৫	মোহাম্মদ [illegible] অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[illegible]	[illegible] ০৩.৬.২০২৬
৬	মোহাম্মদ মাহমুদ সদস্য সচিব, BSA.	০১৭১১৫২১৬০০	[illegible] 03.6.2026
৭	[illegible] অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক (গ্রে) কৃষি মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭১১১৬৬৬৬৪	[illegible] 03/06/2026
৮	Md. Shahjahan Ali. Senior Vice President Bangladesh Society of Seed Technology (BSST)	01730013391 alliedmsali@yahoo.com	[illegible] 3/6/2026
৯	Prof. Dr. Nasrin Akter Ivy Dept. of Genetics and Plant Breeding Gazipur Agricultural University	01552328109 ivy@gau.edu.bd	[illegible] 3.6.26
১০	মো: [illegible] আলী, পরিচালক [illegible]	01715158031 mds.ali2003@gmail.com	[illegible] 03.06.2026

ক্র নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	মিস আনজুমান আরা বেগম উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।	০১৩৭৪৭৫৯২৫২	[signature]
১২	মো. খাদিম উদ্দিন হিসাব-রক্ষণ [illegible], [illegible]	০১৭১২৭২৫১৯৭	[signature] ০৩/০৬/২৫
১৩	ড. মো: মঞ্জুরুল হান্নান- অধ্যাপক, [illegible], [illegible]-	01717-054128	[signature] ০৩/০৬/২৫
১৪	ড. মো: আরিফুল হাসান পরিচালক SCA	01712000283	[signature] ০৩/০৬/২৫
১৫	ড. শাহ মো: মনির হোসেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সমন্বয়) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	01712-536925	[signature]
১৬	ড. [illegible], Trustee [illegible]	01717177192	[signature]
১৭	ড. রাখহরি সরকার উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	01711547429	[signature]
১৮	ড. মো: আবদুল জলিল নির্বাহী চেয়ারম্যান, [illegible]	01552398504	[signature]
১৯	ড. জামিলুর রহমান প্রফেসর কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ	01552323928	[signature]
২০	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-১২০৭		
২১	ড. শরিফুল হক ভূঁইয়া মহাপরিচালক বিনা, ময়মনসিংহ	01711-202900 dg@bina.gov.bd	[signature] ০৬.০৫.২০২৫
২২	ড. নার্গিস আক্তার মহাপরিচালক; BJRI	01552413112 dg@bjri.gov.bd	[signature] 03.06.26
২৩	ড. মো. মাহফুজ বাজ্জাজ ডিজি, BWMRI	01716134733	[signature]
২৪	কমলেশ চন্দ্র বর্মন সহকারী সচিব [illegible]	01722947367	[signature]

ক্র নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৫	ড. [illegible] মহাপরিচালক, BSRI	01771777993	06/06/25
২৬	ড. মো: আমির ফিরদৌস চৌধুরী সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি	01552-355393	06/06/25
২৭	মো. মজিবুর রহমান [illegible] পরিচালক, [illegible]	01716-918967	06.06-2025
২৮	মো: [illegible] রহমান পরিচালক, AIS	01711384303 dirais@ais.gov.bd	06.06.25
২৯	মো: আব্দুল মজিদ উপসচিব শিল্প মন্ত্রণালয়	০১৭১১-৩৭৭৩১৫ mosid_deo@yahoo.com	06.06.25
৩০	মো: বেলাল হোসেন সহকারী পরিচালক ডিএই	01710535428 belal71aedu@gmail.com	06/06/25
৩১	মো: [illegible] অতিরিক্ত সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	01727-174597	06.06.2025
৩২	মো: আব্দুর রহিম মহাপরিচালক, ডিএই	01712213220	06/06/25
৩৩	আবু জাফর মো: কামরুজ্জামান, এনডিসি নির্বাহী পরিচালক, বিএমডিএ	০১৭১১-১২২৯০০	06/06/2025
৩৪	[illegible] হাসান যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	01324123089	06/06/25
৩৫	ড. মোহাম্মদ রেজাউল [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible]	01712570443 rezaumbt@gmail.com	
৩৬	মো: নজরুল ইসলাম উপসচিব, অর্থ বিভাগ	01302249842	
৩৭	ড. মো: হজরত আলী পরিচালক, [illegible]	01716980824	
৩৮	মো: [illegible] হোসেন [illegible] ([illegible]) বিএডিসি	01712750188	

ক্র নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৩৯	মানিক চন্দ্র কর্মকার সহকারী পরিচালক, বিএডিসি	01718018710 mckarmoker@gmail.com	[signature]
৪০	মোঃ সাইফুল ইসলাম সহকারী বীজতত্ত্ববিদ-2 কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	01911-149135 shohag.badc.moa@gmail.com	[signature]
৪১	ড. মোঃ আকতার হোসেন খান প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	01816195277 cst@moa.gov.bd	[signature]
৪২			
৪৩			
৪৪			
৪৫			
৪৬			
৪৭			
৪৮			
৪৯			
৫০			
৫১			
৫২			

[signature]

কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমানবন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং-১২.২০.০০০০.০০৪.০২২.২৬.১৯- ১২৯০/১ তারিখ: ০২ /০৭/২০২৪ খ্রি:

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্মসচিব ও মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬' এর খসড়া চূড়ান্তকরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনান্তে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক সংশোধিত খসড়া প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ১২.০০.০০০০.০৯৮.০১.০০২.০৪.৮১; তারিখ: ০৯/০৬/২০২৬ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬' এর খসড়া চূড়ান্তকরনের লক্ষ্যে গত ০৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উল্লিখিত খসড়া বিধিমালার উপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতামত প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত গত ১৬ জুন ২০২৬ তারিখে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও বিষয় বিশেষজ্ঞগনের অংশগ্রহণে বিএআরসিতে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাপ্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান এবং ০১ জন বিশেষজ্ঞের মতামতের উপর উপস্থিত সদস্যদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার আলোকে গৃহিত মতামত অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক খসড়া বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞ হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনান্তে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬' এর খসড়া সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

02/07/2024

(ড. মোঃ আবদুছ ছালাম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.)
ফোন:০২-৪১০২৫২৫২
ই-মেইল: ec.barc@barc.gov.bd

সংযুক্তি:

১। সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬' (খসড়া)-১৯ (উনিশ) পৃষ্ঠা।

২। গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)' এবং সভার আলোচনা, সুপারিশ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)' এর তুলনামূলক বিবরনী- ১০ (দশ) পৃষ্ঠা।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

২। প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩। পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস), বিএআরসি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ....বঙ্গাব্দ/........খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং .....আইন/................ ।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) ২০১৯ সনের ০৬ নং আইন এর ৩৭ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা-

১। শিরোনাম ।- এই বিধিমালা উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়--

(ক) **'আইন'** অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন);

(খ) 'তফশিল' অর্থ এই বিধিমালার তফশিল;

(গ) **'ধারা'** অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা;

(ঘ) 'জাত' অর্থ বৃদ্ধি, ফলন, চারা, ফল, বীজ বা অন্যান্য চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণির কোন উপ-বিভাগ;

(ঙ) **'সংরক্ষণ'** অর্থ পৃথক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জাত বা জাতগুলির যথাসম্ভব বৈশিষ্ট্যায়নপূর্বক 'মেধাস্বত্ব অধিকার' (IPR) নিশ্চিতকরণ ও অবৈধ পাচাররোধ এবং জিন/জার্মপ্লাজম ব্যাংকে জমাকরণ;

(চ) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালায় সংযোজিত ফরম;

(ছ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ;

(জ) **'চেয়ারম্যান'** অর্থ 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' এর চেয়ারম্যান;

(ঝ) 'বোর্ড' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(ঞ) 'সদস্য-সচিব' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড এর সদস্য-সচিব বুঝাইবে;

(ট) 'নিবন্ধন' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্ভিদ জাত চাষাবাদের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত বীজ আইন, ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী নটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন উভয়কেই বুঝাইবে;

(ঠ) 'বিধি' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ, নিবন্ধন, প্রজননবিদ ও কৃষকের অধিকার সংরক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন ২০১৯' এর ধারা নং ৩৭ মোতাবেক উক্ত বিধিমালায় সংযোজিত বিধিসমূহ; এবং

(ড) **'ফি'** বলিতে এই বিধিমালার অধীনে জাত সংরক্ষণ বা অন্যান্য কাজের জন্য সরকার নির্ধারিত 'ফি' কে বুঝাইবে;

(২) যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি এই বিধিমালায় ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই বিধিমালাতেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ।- সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' শিরোনামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে যাহা পরবর্তীতে এই বিধিমালার জন্য শুধুমাত্র 'কর্তৃপক্ষ' হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ।- (১) এই বিধিমালার অধীনে সকল কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এবং (২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। তবে শাখা কার্যালয় স্থাপন না করা পর্যন্ত এই বিধিমালার সকল প্রয়োজনীয় কার্যাবলি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হইবে।

৫। বোর্ড কর্তৃক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন ।- (১) দক্ষতার সহিত দায়িত্ব এবং কার্যভার পালনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের বিবেচনামত বিশেষায়িত বিষয়ে কারিগরি বা পরামর্শক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যেমন: উদ্ভিদ প্রজনন, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি ইত্যাদি;

(২) কর্তৃপক্ষ সরকারের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে বিধি এর ৫ উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গঠিত কারিগরি বা পরামর্শক কমিটির সদস্যের সম্মানি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব এবং কার্যাবলি ।- আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব এবং কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা-

(১) কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ;

(২) আইনের আলোকে নিবন্ধিত জাতের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৭। পরিচালনা বোর্ড ও কমিটির সদস্যগণের ভাতা এবং সম্মানি ।- (১) সভায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য বোর্ড বা বোর্ডের অধীন গঠিত কমিটির সদস্যগণ ভ্রমণভাতা এবং দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন সদস্য সরকারি কর্মচারী হইলে, তিনি সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্রমণ ভাতা এবং দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং যে উৎস হইতে তাঁহার বেতন ভাতা উত্তোলিত হইয়াছে সেই একই উৎস হইতে উক্ত ভাতা উত্তোলন করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সদস্য সরকারি কর্মচারী না হইলে, তিনি সরকার কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ভ্রমণ ভাতা এবং দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ সরকারি বিধি মোতাবেক সভায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য বোর্ড বা বোর্ডের অধীন গঠিত কমিটির সদস্যগণকে সম্মানি প্রদান করিতে পারিবে।

৮। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিয়োগ ।- (১) সরকার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিয়োগের উদ্দেশ্যে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মোতাবেক চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবে। অনুসন্ধান কমিটি ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট হইবে তন্মধ্যে ০১ (এক) জন সভাপতি এবং বাকী ০৪ (চার) জন সদস্য হিসাবে কাজ করিবেন।

(ক) একজন অভিজ্ঞ প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অথবা বিশেষজ্ঞ যাঁহার উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ এবং উদ্ভিদের জাত/কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণায় বিশেষ জ্ঞান এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাকে অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করা হইবে;

(খ) মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়- সদস্য;

(গ) অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়- সদস্য;

(গ) বাংলাদেশ সীড অ্যাসোসিয়েশন (বিএসএ) কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন প্রতিনিধি- সদস্য;

(ঘ) সদস্য-পরিচালক, শস্য বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)- সদস্য, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা বাংলাদেশ সরকারের গ্রেড-১ পদমর্যাদার হইবে। তিনি একজন অভিজ্ঞ প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অথবা বিশেষজ্ঞ হইবেন যাঁহার উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ এবং উদ্ভিদের জাত/কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণায় বিশেষ জ্ঞান এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে; এবং

(৩) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের কার্যকাল ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য অথবা বয়স ৬৭ (ষাটষট্টি) বৎসর পর্যন্ত (যেটা আগে আসিবে) নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

৯। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের বেতন, ভাতাদি, চাকুরীর শর্ত ইত্যাদি ।- কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সরকারের গ্রেড-১ পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তার সমপরিমাণ বেতন, ভাতাদি, ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১০। ক্ষেত্র বিশেষে চেয়ারম্যানের পদত্যাগ বা অপসারণ।- (১) চেয়ারম্যান সরকারের নিকট লিখিতভাবে আবেদন দাখিলের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) সরকার অদক্ষতা বিবেচনায় যেকোন সময়ে ন্যায্যভাবে নিম্নবর্ণিত কারণে চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিতে পারিবেন:

(ক) যদি তিনি ঋণগ্রস্ত বা দেউলিয়া প্রমাণিত হন;

(খ) সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্খলনে প্রমাণিত হন;

(গ) শারীরিক বা মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন;

(ঘ) অত্র বিধিমালায় বর্ণিত কার্য ও দায়িত্ব পালনে অযোগ্য প্রমাণিত হন;

(ঙ) আর্থিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিষয় যাহা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনে পক্ষপাতদুষ্ট হিসাবে প্রমাণিত হন।

(চ) সরকারের বিবেচনায় জনস্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা প্রমাণিত হন;

(ছ) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হন;

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানকে আনীত অভিযোগ বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের পর্যাপ্ত সুযোগদান এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বর্ণিত উপ-বিধি (২) (ক)-(ছ) মোতাবেক অপসারণ করা যাইবে।

১১। কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রার নিয়োগ, বেতন, ভাতাদি এবং **চাকুরির শর্তাবলী।-** (১) রেজিস্ট্রার সরকারের উপসচিব/সমমর্যাদাধারী একজন কর্মকর্তা হইবেন যিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত বা প্রেষণে (Deputation) বা বদলি (Transfer) বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন;

(২) রেজিস্ট্রারের বেতন, ভাতা পেনসনসহ সকল সুযোগ-সুবিধা সরকারের একজন উপসচিব/সমমর্যাদাধারীদের ন্যায় প্রাপ্য হইবেন;

(৩) রেজিস্ট্রারের উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, আইপিআর (IPR) এবং কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণা ও জাত উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা থাকিতে হইবে; এবং

(৪) রেজিস্ট্রারের কার্যকাল সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বৎসর বা ৫৯ (উনষাট) বৎসর পর্যন্ত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর চাকুরীকাল না থাকিলে তিনি রেজিস্ট্রার পদে দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবেন না।

১২। কর্তৃপক্ষের কর্মচারী নিয়োগ, বেতন, ভাতাদি এবং চাকুরীর শর্তাবলী।- (১) কর্তৃপক্ষ তফশিল-১ এ বর্ণিত পদে কর্মচারী নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন পদ সৃজনের প্রস্তাব এবং চাকুরীর প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(২) সরাসরি বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য বহুল প্রচলিত ০২ (দুই)টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান এবং লিখিত পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে নিয়োগ সম্পন্ন করা যাইবে;

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ বদলী, প্রেষণে বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

(৪) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি সমপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের অনুরূপ হইবে; এবং

(৫) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা বিষয়ক জটিলতার সৃষ্টি হইলে সরকারের প্রচলিত আইন মোতাবেক তাহা নিরসন করা যাইবে।

১৩। সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধনের আবেদন।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ ধারা উপ-ধারা (২) মোতাবেক প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত, অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাত, কৃষকের জাত এবং জিএমও সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধনের জন্য তফশিল-২ অনুসরণপূর্বক চেয়ারম্যান বরাররে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সহিত তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-১ মোতাবেক আবেদন পেশ করার অধিকারের প্রমানপত্র দাখিল করিতে হইবে।

১৪। ১৪। উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১)-(৫) এর বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে এবং নিবন্ধনের উপযোগী গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রচলিত উদ্ভিদ জাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালায় নির্ধারিত নূতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) সংক্রান্ত শর্ত পূরণের যথাযথ প্রমাণাদি দাখিল ও যাচাই সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মধ্যে উক্ত জাতকে সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন করিয়া নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনপত্র বা দাখিলকৃত তথ্য-উপাত্তে কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হইলে বা অতিরিক্ত যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন হইলে বা আপত্তি/বিরোধ উত্থাপিত হইলে, কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

১৫। নিবন্ধনের মেয়াদ ।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২২ উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকারের মেয়াদ সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধনের মেয়াদ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১৬। নিবন্ধিত জাতের তথ্য নিবন্ধন বহিতে (Register of Plant Varieties) সংরক্ষণ ।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৬) মোতাবেক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নিবন্ধন বহিতে প্রত্যেক নিবন্ধিত জাতের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:

(১) আবেদনকাররীর নাম ও ঠিকানা;

(২) আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ;

(৩) আবেদনপত্রে প্রদত্ত সাময়িক নম্বর (Provisional Number Assigned to the Application);

(৪) পত্র/দলিল পত্রাদি সরবরাহের ঠিকানা;

(৫) নিবন্ধন নম্বর;

(৬) অনুমোদিত/প্রদত্ত নাম (Denomination as Granted);

(৭) নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ;

(৮) গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ;

(৯) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

(১০) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণ শুরুর তারিখ;

(১১) ফসলের জাতের নাম;

(১২) নটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য;

(১৩) উদ্ভিদ জাতের শ্রেণি (প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত, অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাত, কৃষকের জাত এবং জিএমও);

(১৪) জিএমও সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১৫) সাধারণ ফসলের নাম (Common Crop Name to which the Variety belongs);

(১৬) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি;

(১৭) জাতের মুখ্য পাসপোর্ট ডাটা (Key Passport Data of the Variety);

(১৮) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety);

(১৯) প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (প্রজননবিদ আবেদনকারী না হইয়া থাকিলে);

(২০) প্রজননবিদ/প্রজননবিদদের জাতীয়তা;

(২১) আইনত: প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২২) লাইসেন্সধারীর নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(২৩) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি, জাত ও সাধারণ নাম;

(২৪) প্রাথমিক জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাতের ক্ষেত্রে);

(২৫) বংশ বিস্তারের জন্য প্রাপ্ত বীজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/অঙ্গের (Plant Parts) বিশদ বিবরণ;

(২৬) জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২৭) কৌলি বস্তুর (Genetic Materials) প্রদানকারির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২৮) জাতের উৎস দেশ (Country of Origin of the Variety);

(২৯) জাতের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে NDUS ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(৩০) বাধ্যতামুলক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য বিবরণ (শর্ত, পরিবেশ, প্রত্যাহার ইত্যাদি), (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৩১) ঘোষণা এবং জাত প্রত্যাহার/পরিত্যাগ এর বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৩২) সুবিধা বণ্টনের (Sharing of Benefits) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৩৩) বিরোধিতা, প্রত্যাহার, পুনঃপ্রচলন, ধারাবাহিকতা রক্ষা (Opposition, Renovation, Restoration, Maintenance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৩৪) নিবন্ধনের পূর্বে জাতটি বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত হইয়া থাকিলে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নথিতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(ক) যে দেশে সংরক্ষণ করা হইয়াছে উহার নামসহ সেই দেশে জাতটির প্রদত্ত নাম;

(খ) দেশের নামসহ প্রথম সংরক্ষণের তারিখ;

(গ) প্রথম সংরক্ষণের পর হইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্ত পার্থক্য;

(ঘ) তারিখসহ যেই দেশে জাতটি বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হইয়াছে উহার নাম;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য;

(৩৫) বিস্তারিত তথ্যসহ নিবন্ধন প্রত্যাহারের তারিখ (কারণ ইত্যাদি);

(৩৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য তথ্যাবলি;

১৭। নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা ।- কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত কোন ফসলের জাত বীজ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭ উপ-ধারা ৫ অনুযায়ী নিষিদ্ধ হইলে উহার নিবন্ধন বাতিল এবং উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২২ উপ-ধারা (৩) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;

তবে আইনের ধারা ২২ উপ-ধারা (৪) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিবার পূর্বে উহার কারণ উল্লেখ-পূর্বক তাহাকে/তাহাদের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের এর মধ্যে তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।

১৮। আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগ ।- তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-২ অনুসরণপূর্বক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬ উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক জাত নিবন্ধনের আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। প্রদেয় 'ফি' ।- (১) এতদুদ্দেশ্যে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৩) মতে তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম অনুযায়ী উদ্ভিদের জাত নিবন্ধনের জন্য এবং কোন অধিকার অনুমোদন অথবা কোন আবেদন বা আপত্তি (Opposition) নোটিশ বা উত্তর বা প্রতিউত্তর (Counter Reply) দায়েরের ক্ষেত্রে 'ফি' প্রদেয় হইবে;

(২) প্রদেয় ফি নগদ বা ডাকযোগে প্রেরণ বা পোস্টাল অর্ডার বা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট যাহা কর্তৃপক্ষ বা রেজিস্ট্রার কর্তৃক নগদায়নযোগ্য, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ বা রেজিস্ট্রার এর অফিস এলাকায় অবস্থিত কোন সিডিউল ব্যাংকে আদায়যোগ্য হইতে হইবে;

(৩) কোন চেক বা ড্রাফট (নগদ ক্যাশ ব্যতিরেকে) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাশ করার মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে রেজিস্ট্রারের বিবেচনামত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(৪) এই বিধিমালার আওতায় 'ফি' পরিশোধে কোন স্ট্যাম্প গ্রহণযোগ্য হইবে না;

(৫) দলিল পত্রাদি বা আবেদন বা প্রতিরূপ দায়েরের ক্ষেত্রে প্রদেয় 'ফি' সম্পূর্ণভাবে প্রদানের তারিখকে দলিলপত্রাদি বা প্রতিরূপ দাখিলের তারিখ হিসাবে গণ্য করা হইবে;

(৫) এই বিধিমালার কোন বিধির আলোকে কোন মূল্যায়ন পরিচালনার 'ফি' আবেদনকারী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তফশিল-৩ এর ৩নং কলামে বর্ণিতমত প্রদেয় হইবে; এবং

(৬) তফশিল-৩ এর ৩নং কলামে উল্লিখিত পরিমাণ ফি জমা না দেওয়ার কারণে কোন পরীক্ষা পরিচালনার্থে দায়েরকৃত আবেদন বা প্রতিরূপ বা দলিল প্রত্যাখ্যান করা হইবে এবং উল্লিখিত 'ফি' আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক জমা প্রদান ব্যতিরেকে কোন পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে না।

২০। মূল্যায়ন পরিচালনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ।- (১) (ক) কর্তৃপক্ষ নূতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) ও অন্যান্য পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আলাদাভাবে ফি আদায় করিবে;

(খ) NDUS পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য প্রমাণে ব্যর্থ হইলেই শুধু বিশেষ মূল্যায়ন পরিচালনা করা যাইবে;

(গ) NDUS পরীক্ষণ কমপক্ষে দুই ফসল মৌসুমে বহুস্থানিক মাঠে (Multilocation Field) এবং বিশেষ মূল্যায়ন (Molecular Technique) ল্যাবরেটরিতে পরিচালনা করিতে হইবে; এবং

(ঘ) NDUS এবং বিশেষ মূল্যায়নে (Molecular Technique) পরিচালনার 'ফি' তফশিল-৩ এর ৩নং কলামে উল্লিখিত/বর্ণনামত নির্ধারিত হইবে।

(২) নিবন্ধনের জন্য আবেদন প্রাথমিক বাছাইয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে NDUS মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য তফশিল-৩ এর ৩নং কলামে কলামে নির্দিষ্ট 'ফি' ০২ (দুই) মাসের মধ্যে জমাদানের জন্য অবহিত করিবেন।

(৩) 'ফি' প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ জাত নিবন্ধনের আবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচনা করিবে;

(৪) অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাতসহ (Essentially Derived Variety) সকল নূতন জাতের ক্ষেত্রে NDUS মূল্যায়ন প্রয়োজন হইবে;

(৫) ন্যূনতম ০২ (দুইটি) স্থানে ফসল জাতের NDUS মূল্যায়ন পরিচালনা করিতে হইবে;

(৬) কর্তৃপক্ষ NDUS এবং বিশেষ মূল্যায়ন (Molecular Technique) পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(৭) কর্তৃপক্ষ NDUS এবং বিশেষ মূল্যায়ন (Molecular Technique) পরিচালনায় গৃহিত পদ্ধতি অবহিত করিবে;

(৮) প্রতিটি ফসলের NDUS মূল্যায়ন পরিচালনার পদ্ধতি প্রণয়ন ও জার্নালে প্রকাশ করিবে;

(৯) NDUS এবং বিশেষ মূল্যায়ন (Molecular Technique) এর জন্য ও সংশ্লিষ্ট জীন ব্যাংক (Genebank)- এ জমাদানের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য বীজ বা বংশ বিস্তারক্ষম অঙ্গ এবং তাহাদের মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) কৌলি বিশুদ্ধতা, সমরূপতা, অংকুরোদগমের ক্ষমতা, স্যানেটারি এবং ফাইটোস্যানেটারি (Sanitary and Phytosanitary-SPS) মান বজায় রাখিতে হইবে।

২১। নিবন্ধনের নিমিত্ত আবেদনের বিজ্ঞপ্তি ।- (১) উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধিকরণের জন্য তফশিল-২ এ বর্ণিত ফরম ও পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও ট্র্যাকিং-এর সুবিধা সংযোজন করিতে পারিবেন। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৫) মোতাবেক অনুমোদন প্রাপ্ত (Approved) প্রত্যেকটি জাতের বিশদ বিবরণসহ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(২) উপবিধি (১) অনুযায়ী এরূপ প্রত্যেকটি প্রচারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ জাতটির পরিদর্শনের স্থান/স্থানসমূহ উল্লেখ করিবেন;

(৩) এইরূপ প্রচার/বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যথা:

(ক) নিবন্ধনের নিমিত্ত/উদ্ভাবিত জাতের নাম, পাসপোর্ট ডাটা, মাতৃ-পিতৃ সারি বা প্রাথমিক (Parentage and Pedigree) জাতের উৎস আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকিতে হইবে;
(খ) NDUS সিডিউল এ বর্ণিত জাত সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা;
(গ) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety);
(ঘ) জাতটির কৃষিতাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ;
(ঙ) আবেদনকারীকর্তৃক পেশকৃত জাতের অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) (যদি থাকে); এবং
(চ) জাতের উপর মেধাস্বত্ব (IPR) (যদি থাকে)।

২২। আপত্তি/বিরোধ অবহিতকরণ ।- (১) তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৩ অনুসরণপূর্বক কোন আগ্রহী ব্যক্তি জাত নিবন্ধন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপত্তি/বিরোধ উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) মোতাবেক আপত্তি/বিরোধ উত্থাপনের ক্ষেত্রে তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম এ বর্ণিত ফি প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কৃষক কর্তৃক উত্থাপিত বিরোধের ক্ষেত্রে কোন ফি আদায় করা যাইবে না।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক আপত্তি উত্থাপনের শেষ তারিখ হইতে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপত্তির নোটিশটি আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন;

(৪) আপত্তির নোটিশ প্রাপ্তির অনধিক ০২ (দুই) মাসের মধ্যে জাত নিবন্ধনের জন্য আবেদন পেশকারী আপত্তির দফাওয়ারি প্রতিজবাব দাখিল করিতে পারিবেন, অনুরূপ করিতে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ আপত্তির গ্রহণযোগ্যতা (Merit) ব্যাখ্যাসহ উহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এতদবিষয় অবহিত করিবেন;

(৫) প্রতিটি প্রতিজবাব উপ-বিধি (৪) এর অধীনে তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৪ মোতাবেক হইবে;

(৬) উপ-বিধি (৪) মোতাবেক আবেদনকারী কর্তৃক প্রতিজবাবের কপি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি উত্থাপনকারীকে প্রদান করিতে হইবে এবং প্রতি জবাব প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি উত্থাপনকারি চুড়ান্ত আপত্তি দাখিল করিবেন;

(৭) আপত্তি উত্থাপন বা জবাব প্রদানকারীর লিখিত অনুরোধক্রমে কর্তৃপক্ষ উহার বিবেচনামত/ক্ষমতাবলে আপত্তি বা প্রতিজবাবের ভ্রম সংশোধন বা পরিবর্তন তাহাদের জ্ঞাতার্থে আনয়ন করিতে পারিবেন; এবং

(৮) (ক) উপ-বিধি ২১(২) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম এ বর্ণিত নিরাপত্তা জামানত ফি আদায় যোগ্য হইবে;

(খ) উত্থাপিত আপত্তি অপ্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ জমাকৃত জামানতের অর্থ হইতে কর্তনপূর্বক জাত নিবন্ধনের আবেদনকারীকে প্রদান এবং বাকি অর্থ কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমাদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(গ) উত্থাপিত আপত্তি যথার্থ বিবেচিত হইলে নিরাপত্তা জামানত আপত্তি উত্থাপনকারীকে ফেরৎ প্রদান করা হইবে।

২৩। সময়সূচির অনুবর্তিতা (Compliance with the Time Schedule)।- উক্ত বিধিমালার আলোকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, আপত্তি উত্থাপন, আত্মপক্ষ সমর্থন, শুনানি (Hearing) এবং স্পেসিফিকেশন পরিবর্তনে সময়সীমা বর্ধিত করা যাইবে না এবং সময়সূচি প্রতিপালনে (Compliance) ব্যর্থতার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুবিধাদি বাজেয়াপ্ত (Forfeit) করা যাইবে।

২৪। আপত্তি উত্থাপনের নোটিশ, প্রতিজবাব অথবা প্রমাণাদি উপস্থাপনের পদ্ধতি ও সময়সীমা।- (১) আপত্তি উত্থাপনকারীর প্রমাণের জবাবে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উপযুক্ত প্রমাণাদি চেয়ারম্যান এবং আপত্তি উত্থাপনকারীর বরাবরে যথাক্রমে ০২ (দুই) ও ০১ (এক) কপি প্রদান করিবেন;

(২) আপত্তি উত্থাপনকারীর প্রমাণের জবাবে প্রতিপক্ষের আপত্তির প্রমাণ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাত নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী উপযুক্ত প্রমাণাদি চেয়ারম্যান বরাবরে ০২ (দুই) এবং আপত্তি উত্থাপনকারী বরাবরে ০১ (এক) কপি প্রদান করিবেন;

(৩) কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া কোন পক্ষই তাহাদের কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারিবেন না;

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন নির্দেশনা না থাকিলে জাত নিবন্ধনের আবেদন ব্যতিরেকে আপত্তি উত্থাপনকারীর গোচরে অন্য বা আপত্তির প্রেক্ষিতে পাল্টা জবাবের সকল দলিলাদির ০৩ (তিন) কপি পেশ করিতে হইবে;

(৫) বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন প্রমাণিক দলিলপত্রাদি দাখিল করিলে উহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ০৩ (তিন) কপি সত্যায়নপূর্বক দাখিল করিতে হইবে; এবং

(৬) কোন প্রমাণিক দলিলপত্রাদি দাখিলের সময়সীমা তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম অনুযায়ী ফিসহ আবেদনপত্রে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশ ব্যতিত বর্ধিত করা হইবে না এবং এই সময়সীমা বর্ধিতকরণে তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৫ ব্যবহার করিতে হইবে।

২৫। নিবন্ধন প্রত্যাহার ।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (১০) অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রজননবিদ যে কোন সময় চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনের মাধ্যমে জাতের নিবন্ধন প্রত্যয়ন তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৬ ব্যবহারপূর্বক প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২৬। নাম নিবন্ধনের বিষয়ে আপত্তি ।- (১) নিবন্ধিত জাতের নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৮) অনুসারে নিবন্ধিত জাতের নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৭ ব্যবহারপূর্বক আপত্তি নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(২) বিষয়টি সুরাহা করিবার পূর্বে কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রজননবিদকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করিবেন এবং উভয় পক্ষকে শুনানির জন্য প্রয়োজনবোধে সুযোগ প্রদান করিবেন; এবং

(৩) নাম পরিবর্তনের আবেদন গৃহীত হইলে, উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৯) অনুসারে পরিবর্তিত নামটি গেজেট আকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

২৭। সুবিধা বণ্টন ।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২৪ উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রত্যয়ন প্রকাশের (Publication) পর কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৯ ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বণ্টন সুবিধা দাবী উত্থাপন করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ বণ্টন সুবিধা দাবী উত্থাপনে নির্ধারিত ০৬ (ছয়) মাসের বেশি সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(২) বণ্টন সুবিধা দাবী উত্থাপনকারী ব্যক্তি আবেদনে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পেশ করিবেন, যথা:

(ক) উদ্ভিদ জাতের কৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়নে ব্যক্তির অবদান;

(খ) ব্যক্তির সুবিধা বণ্টন দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণক/যথার্থতা (Merit);

(গ) অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাত (Essentially Derived Variety) এর ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব (Authorization) প্রদানের শর্তাবলি (Terms of Conditions); এবং

(ঘ) নিবন্ধিত জাতের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বা বাজারের গ্রহণযোগ্যতা; এবং

(৩) তফশিল-৩ এর ৩নং কলামে বর্ণনামতে বণ্টন সুবিধা দাবীর আবেদনকারী ফি পরিশোধ করিবেন।

২৮। বণ্টন সুবিধা উত্থাপনের প্রতিরোধ/প্রতিবাদ ।- (১) বণ্টন সুবিধা দাবীর কপি প্রাপ্তির পর জাত নিবন্ধনকারী প্রজননবিদ উক্ত দাবী গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি উক্ত দাবী উত্থাপিত হওয়ার তারিখ হইতে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন;

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রজননবিদ কর্তৃক উক্তরূপে পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে উত্থাপিত দাবীর ব্যাপারে তাহার কোন দ্বিমত নাই বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে এবং সেই অনুযায়ী উত্থাপিত দাবী মীমাংসা করা হইবে;

(৩) সুবিধা বণ্টন সংশ্লিষ্ট দাবীর নোটিশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে উপ-বিধি (১) মোতাবেক উদ্ভিদ জাতের উত্থাপিত দাবীর প্রজননবিদ কর্তৃক প্রতিবিধানকে বিবেচনাপূর্বক দাবীর মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে;

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী প্রতিবিধান (Opposition) বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি (Notice) প্রদান করিতে হইবে;

(৫) নিবন্ধিত প্রজননবিদের নিকট হইতে জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ সুবিধা বণ্টন দাবীর আবেদনকারীকে উক্ত জবাবের একটি অনুলিপি (Copy) প্রদান করিবে; এবং

(৬) নিবন্ধিত প্রজননবিদ অথবা সুবিধা বণ্টন দাবীর আবেদনকারীকে দাবীর সমর্থনে প্রমাণিক দলিলপত্রাদি দাখিল করিবেন, যা বিবেচনাপূর্বক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ সুবিধা বণ্টনের দাবী মীমাংসা করিবেন।

২৯। দলিলপত্রের আকার, ইত্যাদি ।- হলফনামা এবং অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) ব্যতিরেকে সকল দলিলপত্রাদি এবং দলিলপত্রাদির কপি চেয়ারম্যান বরাবরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্পষ্টাক্ষরে অমোচনীয় কালি দ্বারা বাম পার্শ্বে ১.০ ইঞ্চি (২.৫৪ সেমি) মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠা ব্যবহারপূর্বক A4 কাগজে চেয়ারম্যান বরাবর বাংলা/ ইংরেজিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লিখিত, মুদ্রণলিখিত, লিথোগ্রাফড বা মুদ্রিতভাবে বা অনলাইনে দাখিল করিতে হইবে।

৩০। এফিডেবিট/হলফনামা ।- এই বিধিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় হলফনামার নীচে তারিখ সহযোগে স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং সাথে হলফনামা দাখিলকারী তাহার জানা এবং বিশ্বাসমত, তথ্য ও হলফনামায় উল্লিখিত বিষয়াদি সঠিকভাবে উপস্থাপিত মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করিবেন।

16

তফশিল-১

[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম

- চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
  পিএস (১) (গ্রেড-৯)
  অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১ (গ্রেড-১৬)
  অফিস সহায়ক-১ (গ্রেড-২০)
  - পরিচালক (কৃষি)-১ (গ্রেড-২)
    প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ (গ্রেড-১০)
    অফিস সহায়ক-১ (গ্রেড-২০)
    - অতিরিক্ত পরিচালক (কৃষি) (১) (গ্রেড-৩)
      প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১) (গ্রেড-১০)
      অফিস সহায়ক (১) (গ্রেড-২০)
      - রেজিস্ট্রার (১) (গ্রেড-৫)
        অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১ (গ্রেড-১৬)
        অফিস সহায়ক-১ (গ্রেড-২০)
        - সহকারী পরিচালক (কৃষি) (২) (গ্রেড-৯)
          সহকারী পরিচালক (নিবন্ধন) (২) (গ্রেড-৯)
          রেকর্ড কিপার (২) (গ্রেড-১৮)
  - অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (১) (গ্রেড-৩)
    প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১) (গ্রেড-১০)
    অফিস সহায়ক (১) (গ্রেড-২০)
    - উপ-পরিচালক-১ (প্রশাসন ও অর্থ) (১) (গ্রেড-৫)
      - সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারন সেবা) (১) (গ্রেড-৯)
        অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১) (গ্রেড-১৬)
        স্টোর কিপার-কাম-অফিস সহকারী (১) (গ্রেড-১৬)
        গাড়িচালক (৫) (গ্রেড-১৬)
        নিরাপত্তা প্রহরী (৩) (গ্রেড-২০)
        পরিচ্ছন্নতা কর্মী (৩) (গ্রেড-২০)
      - সহকারী পরিচালক (অর্থ) (১) (গ্রেড-৯)
        অডিটর (১) (গ্রেড-১৪)
        উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক (১) (গ্রেড-১৪)
        অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১) (গ্রেড-১৬)
  - অতিরিক্ত পরিচালক (কারিগরী) (১) (গ্রেড-৩)
    প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১) (গ্রেড-১০)
    অফিস সহায়ক (১) (গ্রেড-২০)
    - উপ-পরিচালক (আইন) (১) (গ্রেড-৫)
    - সিষ্টেম এনালিষ্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার (১) (গ্রেড-৬)
      - প্রোগ্রামার (২) (গ্রেড-৯)
        ডাটা এন্ট্রি অফিসার (২) (গ্রেড-৯)

তফশিল-২

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধিকরণের জন্য আবেদনপত্র

বরাবর
চেয়ারম্যান
উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

তারিখ:

(১) প্রজননবিদ/প্রজননবিদদের নাম ও ঠিকানা:

(২) প্রজননবিদ/প্রজননবিদদের জাতীয়তা:

(৩) আইনত: প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(৪) লাইসেন্সধারীর নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(৫) এজেন্ট (যদি থাকে) আইনগত অধিকারসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), নাম, ঠিকানা:

(৬) ফসলের ধরন (Type of Crop):

(৭) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি, জাত ও সাধারণ নাম:

(৮) প্রাথমিক জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত প্রজননবিদের নাম ও ঠিকানা (অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাতের ক্ষেত্রে):

(৯) জাতের মুখ্য পাসপোর্ট ডাটা (Key Passport Data of the Variety):

(১০) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characters Making the Variety Distinct):

(১১) অনুরূপ/সদৃশ জাতের অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে নূতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) এবং বিশেষ পরীক্ষণ (Molecular Technique) ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

(১২) বংশ বিস্তারের জন্য প্রাপ্ত বীজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/অঙ্গের বিশদ বিবরণ:

(১৩)জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(১৪) কৌলিক বস্তুর (Generic Material) প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(১৫)জাতের উৎস দেশ (Counry of Origin of the Variety):

(১৬) সুবিধা বণ্টনের (Benefit Sharing) বিশদ বিবরণ:

(১৬) নিবন্ধনের পূর্বে জাতটি বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত হইয়া থাকিলে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নথিতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে:

(ক) যে দেশে সংরক্ষণ করা হইয়াছে উহার নামসহ সেই দেশে জাতটির প্রদত্ত নাম:

(খ) দেশের নামসহ প্রথম সংরক্ষণের তারিখ:

(গ) প্রথম সংরক্ষণের পর হইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্ত পার্থক্য:

(ঘ) তারিখসহ যে দেশে জাতটি বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হইয়াছে উহার নাম:

(ঙ) ফাইটোস্যানেটারি সার্টিফিকেট (Phytosanitary Certificate) ।

অফিস সিল (যদি থাকে)

....
স্বাক্ষর ও তারিখ:
আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:
ফোন/মোবাইল নং:
ই-মেইল:

তফশিল-৩

[বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য]

বিষয়ভিত্তিক পরিশোধযোগ্য ফি

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক পরিশোধযোগ্য ফি	ফি'র পরিমাণ	ফরমের নম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাত (Essentially Derived Variety) ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি বা জাত নিবন্ধন ফি	ব্যক্তি পর্যায় = ৳ ৫০০.০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায় = ৳ ৭,০০০.০০ বাণিজ্যিক = ৳ ১০,০০০.০০	তফশিল-২
২।	মূল্যায়ণ পরিচালনা ফি	পরীক্ষণের ধরণ মোতাবেক তবে এন্ট্রি প্রতি ফি সর্বোচ্চ ৳ ৫০,০০০/=	-
৩।	প্রতিনিধি/এজেন্ট হিসাবে নিবন্ধণের আবেদন ফি	৳ ১০,০০০.০০	ফরম-২, ৩
৪।	আপত্তি/বিরোধিতার নোটিশ ফি	৳ ১৫০০.০০	ফরম-৪
৫।	সময় বর্ধিতকরণ ফি	প্রতি মাসের জন্য ৳ ১৫০০.০০	ফরম-৬
৬।	নবায়ন ফি/নিরাপত্তা জামানত ফি	ব্যক্তি পর্যায় = ৳ ৫০০.০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায় = ৳ ৭,০০০.০০ বাণিজ্যিক = ৳ ১০,০০০.০০	-
৭।	সুবিধা বন্টনের আবেদন ফি	৳ ৫,০০০.০০	ফরম-৯

তফশিল-৪

ফরম-১

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

আবেদন করার অধিকারের প্রমাণপত্র

বরাবর
চেয়ারম্যান
উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

এই আবেদনে একজন উদ্ভিদ প্রজননবিদ বা সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের অধিকার নিয়ে আমি/আমরা------------------------------
----
এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ এই আবেদনপত্রে যিনি/যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তিনি/ তাঁহারা আমি/আমাদের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী।

আমি/আমরা বিধি ১৩ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত তথ্য সংযুক্ত করিলাম
১. ....
২. ....
৩. ....

উল্লেখ্য সকল তথ্য সজ্ঞানে সঠিকভাবে উপস্থাপন করিলাম।

স্বাক্ষর ও তারিখ:...............(উদ্ভিদ প্রজননবিদ বা সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি)

নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরসহ ২ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষর:
১.
২.

আমি/আমরা পুনরায় ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সজ্ঞানে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হইল।

....
স্বাক্ষর ও তারিখ:
আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা (উদ্ভিদ প্রজননবিদ বা সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি):
ফোন/মোবাইল নং:
ই-মেইল:

বি:দ্র: ঘষামাজা বা কাটাকাটি করা কোনও ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নহে।

ফরম-২

[বিধি ১৮ দ্রষ্টব্য]

প্রতিনিধি বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধনের আবেদনপত্র

বরাবর

চেয়ারম্যান

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

আমি/আমরা... ... ...
উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬(১)(ঙ) এর অধীনে প্রতিনিধি বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধনের জন্য এতদ্বারা আবেদন করিতেছি।

আমি/আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি/আমরা উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬ উপ-ধারা (১) দফা (ঙ) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উদ্ভিদের (সাধারণ/উদ্ভিদতাত্ত্বিক) নাম... ... ... জাতের নাম... ... ... নিবন্ধন নং... ... ...এর নিবন্ধিত অনুমোদিত প্রতিনিধি বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়ার জন্য উপযুক্ত। নিম্নে আমার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করিলাম।

১. পূর্ণ নাম:
২. বসবাসের ঠিকানা:
৩. পিতার নাম:
৪. জাতীয়তা:
৫. জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান:
৬. পেশার বিস্তারিত বিবরণ:
৭. প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:
৮. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শাখার ঠিকানা (যদি থাকে):
৯. সংযুক্তি সমূহের বিবরণ:

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী উপরে উল্লিখিত সকল তথ্য ও সংযুক্তি সজ্ঞানে সঠিকভাবে উপস্থাপন করিলাম।

....
স্বাক্ষর ও তারিখ:
আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:
ফোন/মোবাইল নং:
ই-মেইল:

ফরম-৩

[বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের বিষয়ে আপত্তির আবেদনপত্র

বরাবর

চেয়ারম্যান

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

আমি/আমরা---

(আপত্তিকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)

সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাত যাহার নিবন্ধন নং--------------------------এবং------------------------------এ প্রকাশিত এর বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কারণে এতদ্বারা আপত্তি জানাইতেছি।

১. ………………………………………………………………

২. ………………………………………………………………

৩. ………………………………………………………………

………………………..

স্বাক্ষর ও তারিখ:

আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:

ফোন/মোবাইল নং:

ই-মেইল:

(আপত্তিকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অত্রসহিত সংযুক্ত করিতে হইবে)

ফরম-৪

[বিধি ২২ এর উপ-বিধি (৫) দ্রষ্টব্য]

উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণের আপত্তির আবেদনের বিষয়ে বিবৃতি

বরাবর

চেয়ারম্যান

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

আমি/আমরা উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণের আপত্তির জন্য আপত্তিকারীর আবেদন নং…………..এর বিষয়ে আমার/আমাদের বক্তব্য পেশ করিতেছি।

উদ্ভিদের (সাধারণ/উদ্ভিদতাত্ত্বিক) নাম… … … … … … … জাতের নাম… … … … … … … নিবন্ধন নং… … … …… … … … এর আপত্তির বিষয়ে আমার/আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

১.---

২.---

৩.---

আমি/আমরা আপত্তিকারীর আপত্তির (দাবী/অভিযোগ/যুক্তি) বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিতেছি।

এই কার্যধারার বিষয়ে বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

………………………..

স্বাক্ষর ও তারিখ:

আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:

ফোন/মোবাইল নং:

ই-মেইল:

ফরম-৫

[বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (৬) দ্রষ্টব্য]

সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদনপত্র

(সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের অধিকারপ্রাপ্ত উদ্ভিদ প্রজননবিদ/ প্রজননবিদদের জন্য)

বরাবর

চেয়ারম্যান

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

আমি/আমরা...........................(আবেদনকারীর পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা এখানে উল্লেখ করিতে হইবে)..২৪ নং বিধি অনুসারে প্রতিপক্ষের আবেদন/প্রমাণ/বিপরীত বিবৃতির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি নথিভুক্ত করার .... মাস সময় বৃদ্ধির জন্য এতদ্বারা অনুরোধ করিতেছি।
আবেদন পত্রের নং ....এর সাপেক্ষে।

সময় বৃদ্ধির আবেদনের কারণ নিম্নরূপ :

১.---

২.---

৩.---

বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশে আমার সহিত যোগাযোগের ঠিকানা হইল:.............................
....

....

স্বাক্ষর ও তারিখ:

আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:

ফোন/মোবাইল নং:

ই-মেইল:

ফরম-৬

[বিধি ২৫ দ্রষ্টব্য]

উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত নিবন্ধনের সনদপত্র সমর্পণের আবেদনপত্র

বরাবর

চেয়ারম্যান

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

সংরক্ষিত উদ্ভিদের (সাধারণ/উদ্ভিদতাত্ত্বিক) নাম... ... ... জাতের নাম... ... ... নিবন্ধন নং... ... ...এর বিষয়ে আমি/আমরা... ... ... জাতটির অধিকার প্রাপ্ত প্রজননবিদ/উত্তরাধিকারী হিসাবে বর্ণিত জাতটির নিবন্ধনের প্রত্যয়ন প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিতেছি।

বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশে আমার/আমাদের সহিত যোগাযোগের ঠিকানা হইল:... ... ...

....

স্বাক্ষর ও তারিখ:

আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:

ফোন/মোবাইল নং:

ই-মেইল:

ফরম-৭

[বিধি ২৬ দ্রষ্টব্য]

নামকরণ পরিবর্তনের আপত্তি জানিয়ে আবেদনপত্র

বরাবর
চেয়ারম্যান
উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

আমি/আমরা... ... ... জাতটির নাম... ... ...ফসলের নাম... ... ... নিবন্ধন নং... ... ...প্রকাশিত... ... ... এর বিষয়ে নিবন্ধিত উদ্ভিদের জাতের নামকরণ পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিপক্ষে নিম্নবর্ণিত কারণে আপত্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতেছি।

১... ... ...

২... ... ...

আমি আমার বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি সংযুক্ত করিলাম।

....
স্বাক্ষর ও তারিখ:
আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:
ফোন/মোবাইল নং:
ই-মেইল:

ফরম-৮

[বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য]

সুবিধা বন্টন বিষয়ক অংশীদারিত্বের আবেদনপত্র

বরাবর

রেজিস্ট্রার

উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

আমি/আমরা ... ... উদ্ভিদের(সাধারণ/উদ্ভিদতাত্ত্বিক) নাম... ... ... জাতের নাম... ... ... নিবন্ধন নং... ... ...এর যাবতীয় সুবিধা বন্টন বিষয়ে অংশীদারিত্বের জন্য আমার/আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এতদ্বারা আবেদন করিতেছি।

আমার/আমাদের নাম সুবিধাদি বিষয়ে অংশীদারিত্বের জন্য অন্তর্ভুক্তির কারণ নিম্নরূপ:

১.--

২.--

আমি/আমরা সুবিধাদি বিষয়ে অংশীদারিত্বের অধিকারের প্রমাণ হিসাবে নিম্নবর্ণিত আনুষঙ্গিক প্রমাণপত্র/নথিপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিলাম: (প্রমাণপত্রের/নথিপত্রের বিবরণ)

১.--

২.--

বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশে আমার/ আমাদের সহিত যোগাযোগের ঠিকানা হইল:...........................
....

....

স্বাক্ষর ও তারিখ:

আবেদনকারীর/প্রতিনিধি/অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম,

পদবী ও ঠিকানা:

ফোন/মোবাইল নং:

ই-মেইল:

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬' এর খসড়া চূড়ান্তকরনের লক্ষ্যে অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)' এবং সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)' এর তুলনামূলক বিবরনী

(সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১২.০০.০০০০.০৯৮.০১.০০২.০৪.৭৫; তারিখ: ১৯/০৫/২০২৬ খ্রি. এবং ১২.০০.০০০০.০৯৮.০১.০০২.০৪.৮১; তারিখ: ০৯/০৬/২০২৬ খ্রি.)

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	**অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত**	**আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'**	**মন্তব্য**
এস, আর, ও নং ..... আইন/............। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) ২০১৯ সনের ০৬ নং আইন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা-	প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া) এর Preamble এ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এ উল্লিখিত 'বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা' সংশ্লিষ্ট ধারাটি সংযুক্ত করা যেতে পারে।	এস, আর, ও নং ..... আইন/............। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) ২০১৯ সনের ০৬ নং আইন এর ৩৭ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা-	মতামতের আলোকে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি প্রস্তাবিত বিধিমালার Preamble এ সংযুক্ত করা হয়েছে।
১। শিরোনাম ।- এই বিধিমালা উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।	উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪ এর পরিবর্তে 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬' লিখতে হবে।	**১। শিরোনাম ।-** এই বিধিমালা উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
বিধি ২। (১) (গ) **'ধারা'** অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর কোনো ধারা;	'কোনো' শব্দটি বাদ দেয়া যেতে পারে।	(গ) **'ধারা'** অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা;	'কোনো' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।
বিধি ২। (১) (জ) **'চেয়ারম্যান'** অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;	উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান; এর স্থলে নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে- 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' এর চেয়ারম্যান;	(জ) **'চেয়ারম্যান'** অর্থ 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' এর চেয়ারম্যান;	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
বিধি ২। (১) (ঞ) 'সদস্য-সচিব' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব বুঝাইবে;	পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এর স্থলে নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে- পরিচালনা বোর্ড এর সদস্য-সচিব	(ঞ) 'সদস্য-সচিব' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড এর সদস্য-সচিব বুঝাইবে;	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
২। (১) (ট) 'নিবন্ধন' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্ভিদ জাত চাষাবাদের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত বীজ আইন, ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী নটিফাইড এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন উভয়কেই বুঝাইবে;	নটিফাইড এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন উভয়কেই বুঝাইবে; এর স্থলে নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে- নটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন উভয়কেই বুঝাইবে;	(ট) 'নিবন্ধন' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্ভিদ জাত চাষাবাদের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত বীজ আইন, ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী নটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন উভয়কেই বুঝাইবে;	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
২। (১) (ঠ) 'বিধি' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ, নিবন্ধন, প্রজননবিদ ও কৃষকের অধিকার সংরক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন' এর ধারা নং ৩৭ এবং ৩৮ এর বলে উক্ত বিধিমালায় সংযোজিত বিধিসমূহ;	যেহেতু বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়টি উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন ২০১৯ এর ধারা ৩৭ এ বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তাই এ উপবিধিতে 'আইন' এর স্থলে 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন ২০১৯' দ্বারা প্রতিস্থাপন এবং ধারা নং ৩৮ বাদ দেয়া যেতে পারে।	২। (১) (ঠ) 'বিধি' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন) 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ, নিবন্ধন, প্রজননবিদ ও কৃষকের অধিকার সংরক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন ২০১৯' এর ধারা নং ৩৭ মোতাবেক উক্ত বিধিমালায় সংযোজিত বিধিসমূহ;	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
২। (১) (ড) 'কৃষক অধিকার' অর্থ উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২৩ এ বর্ণিত অধিকার;	যেহেতু বিধিমালায় 'কৃষক অধিকার' সম্পর্কিত কোনো বিধি উল্লেখ করা হয়নি তাই সংজ্ঞা থেকে 'কৃষক অধিকার' বাদ দেয়া যেতে পারে।	সংজ্ঞা থেকে 'কৃষক অধিকার' বাদ দেয়া হয়েছে।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
৫। বোর্ড কর্তৃক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন ।- (১) দক্ষতার সহিত দায়িত্ব এবং কার্যভার পালনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের বিবেচনামত বিশেষায়িত বিষয়ে কারিগরি বা পরামর্শক কমিটি গঠন করিতে পারিবে;	বিশেষায়িত বিষয়ে কি কি ধরনের কারিগরি বা পরামর্শ কমিটির গঠন করা যেতে পারে তার উদাহরণ সংযোজন করা প্রয়োজন।	**৫। বোর্ড কর্তৃক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন ।-** (১) দক্ষতার সহিত দায়িত্ব এবং কার্যভার পালনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের বিবেচনামত বিশেষায়িত বিষয়ে কারিগরি বা পরামর্শক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যেমন উদ্ভিদ প্রজনন, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি ইত্যাদি;	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
(২) কর্তৃপক্ষ সরকারের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে বিধি এর ৫ উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গঠিত কারিগরি বা পরামর্শক কমিটির সদস্যের সম্মানির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবে।	'সম্মানির পরিমাণ' এর স্থলে 'সম্মানি' লেখা যেতে পারে।	(২) কর্তৃপক্ষ সরকারের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে বিধি এর ৫ উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গঠিত কারিগরি বা পরামর্শক কমিটির সদস্যের সম্মানি নির্ধারণ করিতে পারিবে।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
১০। ক্ষেত্র বিশেষে চেয়ারম্যানের পদত্যাগ বা অপসারণ ।- (১) চেয়ারম্যান সরকারের নিকট লিখিতভাবে আবেদন দাখিলের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। (২) সরকার অদক্ষতা বিবেচনায় যেকোন সময়ে ন্যায্যভাবে নিম্নবর্ণিত কারণে চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিতে পারিবেন: (ক) যদি তিনি ঋণগ্রস্ত বা দেউলিয়া প্রমাণিত হন; (খ) সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্বলনে প্রমাণিত হন; (গ) শারীরিক বা মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন; (ঘ) অত্র বিধিমালায় বর্ণিত কার্য ও দায়িত্ব পালনে অযোগ্য প্রমাণিত হন; (ঙ) আর্থিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিষয় যাহা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনে পক্ষপাতদুষ্ট হিসাবে প্রমাণিত হন। (চ) সরকারের বিবেচনায় জনস্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা প্রমাণিত হন; (ছ) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হন; তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানকে আনীত অভিযোগ বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের পর্যাপ্ত সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত বর্ণিত উপ-বিধি (২) (ক)-(ছ) মোতাবেক অপসারণ করা যাইবে না।	'তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানকে আনীত অভিযোগ বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের পর্যাপ্ত সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত বর্ণিত উপ-বিধি (২) (ক)-(ছ) মোতাবেক অপসারণ করা যাইবে না।' এর স্থলে নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে- 'তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানকে আনীত অভিযোগ বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের পর্যাপ্ত সুযোগদান এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বর্ণিত উপ-বিধি (২) (ক)-(ছ) মোতাবেক অপসারণ করা যাইবে।'	**১০। ক্ষেত্র বিশেষে চেয়ারম্যানের পদত্যাগ বা অপসারণ ।-** (১) চেয়ারম্যান সরকারের নিকট লিখিতভাবে আবেদন দাখিলের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। (২) সরকার অদক্ষতা বিবেচনায় যেকোন সময়ে ন্যায্যভাবে নিম্নবর্ণিত কারণে চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিতে পারিবেন: (ক) যদি তিনি ঋণগ্রস্ত বা দেউলিয়া প্রমাণিত হন; (খ) সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্বলনে প্রমাণিত হন; (গ) শারীরিক বা মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন; (ঘ) অত্র বিধিমালায় বর্ণিত কার্য ও দায়িত্ব পালনে অযোগ্য প্রমাণিত হন; (ঙ) আর্থিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিষয় যাহা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনে পক্ষপাতদুষ্ট হিসাবে প্রমাণিত হন। (চ) সরকারের বিবেচনায় জনস্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা প্রমাণিত হন; (ছ) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হন; তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানকে আনীত অভিযোগ বিষয়ে	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
		ব্যাখ্যাদানের পর্যাপ্ত সুযোগদান এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বর্ণিত উপ-বিধি (২) (ক)-(ছ) মোতাবেক অপসারণ করা যাইবে।	
১৪। প্রচলিত উদ্ভিদ জাত নিবন্ধন ।- উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৫) এর যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে নিবন্ধনের উপযুক্ত গণ ও প্রজাতি উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বা আইনে বর্ণিত নূতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) এর যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।	কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময় বলতে কত দিনের মধ্যে সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বিধিটি সংশোধন করা প্রয়োজন।	**১৪। উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন।** উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১)-(৫) এর বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে এবং নিবন্ধনের উপযোগী গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রচলিত উদ্ভিদ জাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালায় নির্ধারিত নূতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) সংক্রান্ত শর্ত পূরণের যথাযথ প্রমাণাদি দাখিল ও যাচাই সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত জাতকে সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধন করিয়া নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনপত্র বা দাখিলকৃত তথ্য-উপাত্তে কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হইলে বা অতিরিক্ত যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন হইলে বা আপত্তি/বিরোধ উত্থাপিত হইলে, কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।	
১৬। নিবন্ধিত জাতের তথ্য নিবন্ধন বহিতে (National Register of Plant Varieties) **সংরক্ষণ ।-** উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৬) মোতাবেক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বহিতে প্রত্যেক নিবন্ধিত জাতের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:- (১) নিবন্ধন নম্বর; (২) প্রজননবিদ/প্রজননবিদদের জাতীয়তা; (৩) অনুমোদনের শ্রেণি (Denomination as Granted);	**বিধি ১৬।** নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে- (National Register of Plant Varieties) হতে National শব্দটি বাদ দেয়া যেতে পারে। 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বহিতে' এর পরিবর্তে 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নিবন্ধন বহিতে' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। নিবন্ধিত জাতের তথ্য সংরক্ষণের বিষয়সমূহ ও ক্রমিক নম্বর নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে-	**১৬। নিবন্ধিত জাতের তথ্য নিবন্ধন বহিতে (Register of Plant Varieties) সংরক্ষণ ।-** উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৬) মোতাবেক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নিবন্ধন বহিতে প্রত্যেক নিবন্ধিত জাতের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:- (১) আবেদনকাররীর নাম ও ঠিকানা; (২) আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ;	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
(৪) নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ; (৫) আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ; (৬) দরখাস্তে প্রদত্ত সাময়িক নম্বর (Provisional Number Assigned to the Application) (৭) গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ; (৮) উদ্ভিদ জাতের শ্রেণি (নূতন, প্রচলিত বা কৃষকের জাত); (৯) জাতের শ্রেণি বিভাগ (Typical Variety, Hybrid Variety or Essentially Derived Variety); (১০) জাতের শ্রেণি (Denomination of Variety), ফসল জাতের সাধারণ নাম (Common Crop Name to which the Variety belongs), উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস (Taxonomical Lineage of Crop in Botanical Names); (১১) জাতের মুখ্য পাসপোর্ট ডাটা (Key Passport Data of the Variety); (১২) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characters Making the Variety Distinct); (১৩) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; (১৪) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণ শুরুর তারিখ; (১৫) বিস্তারিত তথ্যসহ নিবন্ধন প্রত্যাহারের তারিখ (কারণ ইত্যাদি); (১৬) আবেদনকাররীর নাম ও ঠিকানা; (১৭) পত্র/দলিল পত্রাদি সরবরাহের ঠিকানা; (১৮) প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (প্রজননবিদ আবেদনকারী না হইয়া থাকিলে); (১৯) আইনত: প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): (২০) লাইসেন্সধারীর নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): (২১) ফসলের ধরন (Type of Crop);	(১) আবেদনকাররীর নাম ও ঠিকানা; (২) আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ; (৩) আবেদনপত্রে প্রদত্ত সাময়িক নম্বর (Provisional Number Assigned to the Application) (৪) পত্র/দলিল পত্রাদি সরবরাহের ঠিকানা; (৫) নিবন্ধন নম্বর; (৬) অনুমোদিত/প্রদত্ত নাম (Denomination as Granted); (৭) নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ; (৮) গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ; (৯) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; (১০) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণ শুরুর তারিখ; (১১) ফসলের জাতের নাম; (১২) নটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য; (১৩) উদ্ভিদ জাতের শ্রেণি (প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত, অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাত, কৃষকের জাত এবং জিএমও); (১৪) জিএমও সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (১৫) সাধারণ ফসলের নাম (Common Crop Name to which the Variety belongs), (১৬) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি; (১৭) জাতের মুখ্য পাসপোর্ট ডাটা (Key Passport Data of the Variety); (১৮) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety);	(৩) আবেদনপত্রে প্রদত্ত সাময়িক নম্বর (Provisional Number Assigned to the Application); (৪) পত্র/দলিল পত্রাদি সরবরাহের ঠিকানা; (৫) নিবন্ধন নম্বর; (৬) অনুমোদিত/প্রদত্ত নাম (Denomination as Granted); (৭) নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ; (৮) গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ; (৯) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; (১০) নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণ শুরুর তারিখ; (১১) ফসলের জাতের নাম; (১২) নটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য; (১৩) উদ্ভিদ জাতের শ্রেণি (প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত, অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাত, কৃষকের জাত এবং জিএমও); (১৪) জিএমও সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (১৫) সাধারণ ফসলের নাম (Common Crop Name to which the Variety belongs); (১৬) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি; (১৭) জাতের মুখ্য পাসপোর্ট ডাটা (Key Passport Data of the Variety); (১৮) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety); (১৯) প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (প্রজননবিদ	

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
(২২) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি, জাত ও সাধারণ নাম; (২৩) প্রাথমিক জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাতের ক্ষেত্রে); (২৪) বংশ বিস্তারের জন্য প্রাপ্ত বীজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/অঙ্গের (Plant Parts) বিশদ বিবরণ; (২৫) জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৬) কৌলি বস্তুর (Genetic Materials) প্রদানকারির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৭) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য তথ্যাবলি; (২৮) জাতের উৎস দেশ (Country of Origin of the Variety); (২৯) জাতের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে NDUS ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; (৩০) বাধ্যতামুলক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য বিবরণ (শর্ত, পরিবেশ, প্রত্যাহার ইত্যাদি), (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩১) ঘোষণা এবং জাত প্রত্যাহার/পরিত্যাগ এর বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩২) সুবিধা বণ্টনের (Sharing of Benefits) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৩) বিরোধিতা, প্রত্যাহার, পুনঃপ্রচলন, ধারাবাহিকতা রক্ষা (Opposition, Renovation, Restoration, Maintenance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৪) নিবন্ধনের পূর্বে জাতটি বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত হইয়া থাকিলে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নথিতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;	(১৯) প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (প্রজননবিদ আবেদনকারী না হইয়া থাকিলে); (২০) প্রজননবিদ/ প্রজননবিদদের জাতীয়তা; (২১) আইনত: প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২২) লাইসেন্সধারীর নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৩) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি, জাত ও সাধারণ নাম; (২৪) প্রাথমিক জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাতের ক্ষেত্রে); (২৫) বংশ বিস্তারের জন্য প্রাপ্ত বীজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/অঙ্গের (Plant Parts) বিশদ বিবরণ; (২৬) জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৭) কৌলি বস্তুর (Genetic Materials) প্রদানকারির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৮) জাতের উৎস দেশ (Country of Origin of the Variety); (২৯) জাতের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে NDUS ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; (৩০) বাধ্যতামুলক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য বিবরণ (শর্ত, পরিবেশ,	আবেদনকারী না হইয়া থাকিলে); (২০) প্রজননবিদ/প্রজননবিদদের জাতীয়তা; (২১) আইনত: প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২২) লাইসেন্সধারীর নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): (২৩) ফসলের পরিবার, গণ, প্রজাতি, জাত ও সাধারণ নাম; (২৪) প্রাথমিক জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উদ্ভূত জাতের ক্ষেত্রে); (২৫) বংশ বিস্তারের জন্য প্রাপ্ত বীজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/অঙ্গের (Plant Parts) বিশদ বিবরণ; (২৬) জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৭) কৌলি বস্তুর (Genetic Materials) প্রদানকারির নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (২৮) জাতের উৎস দেশ (Country of Origin of the Variety); (২৯) জাতের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে NDUS ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; (৩০) বাধ্যতামুলক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য বিবরণ (শর্ত, পরিবেশ, প্রত্যাহার ইত্যাদি), (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);	

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
(ক) যে দেশে সংরক্ষণ করা হইয়াছে উহার নামসহ সেই দেশে জাতটির প্রদত্ত নাম; (খ) দেশের নামসহ প্রথম সংরক্ষণের তারিখ; (গ) প্রথম সংরক্ষণের পর হইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্ত পার্থক্য; (ঘ) তারিখসহ যেই দেশে জাতটি বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হইয়াছে উহার নাম; (ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য;	প্রত্যাহার ইত্যাদি), (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩১) ঘোষণা এবং জাত প্রত্যাহার/পরিত্যাগ এর বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩২) সুবিধা বণ্টনের (Sharing of Benefits) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৩) বিরোধিতা, প্রত্যাহার, পুনঃপ্রচলন, ধারাবাহিকতা রক্ষা (Opposition, Renovation, Restoration, Maintenance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৪) নিবন্ধনের পূর্বে জাতটি বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত হইয়া থাকিলে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নথিতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; (ক) যে দেশে সংরক্ষণ করা হইয়াছে উহার নামসহ সেই দেশে জাতটির প্রদত্ত নাম; (খ) দেশের নামসহ প্রথম সংরক্ষণের তারিখ; (গ) প্রথম সংরক্ষণের পর হইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্ত পার্থক্য; (ঘ) তারিখসহ যেই দেশে জাতটি বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হইয়াছে উহার নাম; (ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য; (৩৫) বিস্তারিত তথ্যসহ নিবন্ধন প্রত্যাহারের তারিখ (কারণ ইত্যাদি); (৩৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য তথ্যাবলি;	(৩১) ঘোষণা এবং জাত প্রত্যাহার/পরিত্যাগ এর বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩২) সুবিধা বণ্টনের (Sharing of Benefits) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৩) বিরোধিতা, প্রত্যাহার, পুনঃপ্রচলন, ধারাবাহিকতা রক্ষা (Opposition, Renovation, Restoration, Maintenance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (৩৪) নিবন্ধনের পূর্বে জাতটি বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত হইয়া থাকিলে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ নথিতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; (ক) যে দেশে সংরক্ষণ করা হইয়াছে উহার নামসহ সেই দেশে জাতটির প্রদত্ত নাম; (খ) দেশের নামসহ প্রথম সংরক্ষণের তারিখ; (গ) প্রথম সংরক্ষণের পর হইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্ত পার্থক্য; (ঘ) তারিখসহ যেই দেশে জাতটি বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হইয়াছে উহার নাম; (ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য; (৩৫) বিস্তারিত তথ্যসহ নিবন্ধন প্রত্যাহারের তারিখ (কারণ ইত্যাদি); (৩৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য তথ্যাবলি;	
১৭। নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা।- কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত কোন ফসলের জাত উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২২ উপ-ধারা (৩) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল এবং বীজ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭ উপ-ধারা ৫ অনুযায়ী	ধারা ২২(৪) অনুসারে নিবন্ধন নোটিশের জবাব প্রদানের তারিখ সুস্পষ্টভাবে বিধিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিধিটি নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে-	**১৭। নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা।-** কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত কোন ফসলের জাত বীজ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭ উপ-ধারা ৫ অনুযায়ী নিষিদ্ধ হইলে উহার নিবন্ধন বাতিল এবং উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
নিষিদ্ধ হইলে উহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।	**১৭। নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা ।-** কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত কোন ফসলের জাত বীজ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭ উপ-ধারা ৫ অনুযায়ী নিষিদ্ধ হইলে উহার নিবন্ধন বাতিল এবং উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ২২ উপ-ধারা (৩) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে; তবে আইনের ধারা ২২ উপ-ধারা (৪) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিবার পূর্বে উহার কারণ উল্লেখ-পূর্বক তাহাকে/তাহাদের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ০১ (মাস) মধ্যে তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।	ধারা ২২ উপ-ধারা (৩) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে; তবে আইনের ধারা ২২ উপ-ধারা (৪) মোতাবেক প্রজননবিদ/প্রতিষ্ঠানের অধিকার স্থগিত বা বাতিল করিবার পূর্বে উহার কারণ উল্লেখ-পূর্বক তাহাকে/তাহাদের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।	
১৮। আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগ ।- তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-২ ও ৩ অনুসরণপূর্বক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬ উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক জাত নিবন্ধনের আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইবে।	আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি ফরম এর প্রয়োজন নেই। ফরম ২ (ক্ষমতা প্রদানের আবেদনপত্র) বাদ যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফরম ৩ (প্রতিনিধি বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধনের আবেদনপত্র) যথোপযুক্ত।	**১৮। আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগ ।-** তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-২ অনুসরণপূর্বক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬ উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক জাত নিবন্ধনের আবেদনকারীর প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইবে।	
১৯। প্রদেয় ফি।- (১) এতদুদ্দেশ্যে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৩) মতে তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম অনুযায়ী উদ্ভিদের জাত নিবন্ধনের জন্য এবং কোন অধিকার অনুমোদন অথবা কোন আবেদন বা প্রতিরোধ (Opposition) নোটিশ বা উত্তর বা প্রতিউত্তর (Counter Reply) দায়েরের ক্ষেত্রে ফি প্রদেয় হইবে;	ফি শব্দটি 'ফি' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। 'প্রতিরোধ (Opposition)' শব্দটির চেয়ে 'আপত্তি (Opposition)' শব্দটি ব্যবহার করা আইনগতভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য।	**১৯। প্রদেয় ফি।-** (১) এতদুদ্দেশ্যে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৩) মতে তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম অনুযায়ী উদ্ভিদের জাত নিবন্ধনের জন্য এবং কোন অধিকার অনুমোদন অথবা কোন আবেদন বা আপত্তি (Opposition) নোটিশ বা উত্তর বা প্রতিউত্তর (Counter Reply) দায়েরের ক্ষেত্রে 'ফি' প্রদেয় হইবে;	ধারা ১৯ এবং ২০ এ ফি শব্দটি 'ফি' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। 'প্রতিরোধ (Opposition)' শব্দটির 'আপত্তি (Opposition)' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
২০। মূল্যায়ন পরিচালনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ।- (১) (ক) কর্তৃপক্ষ NDUS ও অন্যান্য পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আলাদাভাবে ফি আদায় করিবে; (গ) NDUS পরীক্ষণ কমপক্ষে দুই ফসল মৌসুমে বহুস্থানিক মাঠে (Multilocation Field) এবং বিশেষ মূল্যায়ন (DNA Fingerprinting) ল্যাবরেটরিতে পরিচালনা করিতে হইবে;	NDUS এর Full Form দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ মূল্যায়ন (DNA Fingerprinting) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	**২০। মূল্যায়ন পরিচালনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ।-** (১) (ক) কর্তৃপক্ষ নুতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) ও অন্যান্য পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আলাদাভাবে ফি আদায় করিবে;	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
		(গ) NDUS পরীক্ষণ কমপক্ষে দুই ফসল মৌসুমে বহুস্থানিক মাঠে (Multilocation Field) এবং বিশেষ মূল্যায়ন (Molecular Technique) ল্যাবরেটরিতে পরিচালনা করিতে হইবে;	
২০। (৯) NDUS এবং বিশেষ মূল্যায়ন (Molecular Technique) এর জন্য ও সংশ্লিষ্ট জীন ব্যাংক (Genebank)- এ জমাদানের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য বীজ বা বংশ বিস্তারক্ষম অঙ্গ এবং তাহাদের মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) কৌলি বিশুদ্ধতা, সমরূপতা, অংকুরোদগমের ক্ষমতা, স্যানেটারি (Sanitary) এবং ফাইটোস্যানেটারি (Phytosanitary) মান বজায় রাখিতে হইবে।	স্যানেটারি (Sanitary) এবং ফাইটোস্যানেটারি (Phytosanitary) এর পরিবর্তে স্যানেটারি এবং ফাইটোস্যানেটারি (Sanitary and Phytosanitary-SPS) লেখা যেতে পারে।	২০। (৯) NDUS এবং বিশেষ মূল্যায়ন (Molecular Technique) এর জন্য ও সংশ্লিষ্ট জীন ব্যাংক (Genebank)- এ জমাদানের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য বীজ বা বংশ বিস্তারক্ষম অঙ্গ এবং তাহাদের মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) কৌলি বিশুদ্ধতা, সমরূপতা, অংকুরোদগমের ক্ষমতা, স্যানেটারি এবং ফাইটোস্যানেটারি (Sanitary and Phytosanitary-SPS) মান বজায় রাখিতে হইবে।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
২১। নিবন্ধনের নিমিত্ত আবেদনের বিজ্ঞপ্তি ।- (১) তফশিল-২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৫) মোতাবেক অনুমোদন প্রাপ্ত (Accepted) প্রত্যেকটি জাতের বিশদ বিবরণসহ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; (গ) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Conferring Distinctiveness of the Variety); (চ) জাতের উপর স্বত্ব (Claim) (যদি থাকে)।	বিধিটি নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে- **২১। নিবন্ধনের নিমিত্ত আবেদনের বিজ্ঞপ্তি ।**- (১) উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধিকরণের জন্য তফশিল-২ এ বর্ণিত ফরম ও পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও ট্র্যাকিং-এর সুবিধা সংযোজন করিতে পারিবেন। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৫) মোতাবেক অনুমোদন প্রাপ্ত (Approved) প্রত্যেকটি জাতের বিশদ বিবরণসহ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; (গ) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety); (চ) স্বত্ব (Claim) এর পরিবর্তে মেধাস্বত্ব (IPR) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	**২১। নিবন্ধনের নিমিত্ত আবেদনের বিজ্ঞপ্তি ।**- (১) উদ্ভিদের সংরক্ষিত জাত হিসাবে নিবন্ধিকরণের জন্য তফশিল-২ এ বর্ণিত ফরম ও পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও ট্র্যাকিং-এর সুবিধা সংযোজন করিতে পারিবেন। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৫ উপ-ধারা (৫) মোতাবেক অনুমোদন প্রাপ্ত (Approved) প্রত্যেকটি জাতের বিশদ বিবরণসহ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; (গ) জাতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics Confirming NDUS of the Variety); (চ) জাতের উপর মেধাস্বত্ব (IPR) (যদি থাকে)।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
২৪। আপত্তির উত্থাপনের নোটিশ, পাল্টা জবাব অথবা প্রমাণাদি পেশের পদ্ধতি ও সময়সীমা ।- (১) আপত্তি উত্থাপনকারীর প্রমাণের জবাবে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উপযুক্ত	'আপত্তির উত্থাপনের নোটিশ, পাল্টা জবাব অথবা প্রমাণাদি পেশের পদ্ধতি ও সময়সীমা' এর পরিবর্তে 'আপত্তি উত্থাপনের নোটিশ, প্রতিজবাব অথবা	**২৪। আপত্তি উত্থাপনের নোটিশ, প্রতিজবাব অথবা প্রমাণাদি উপস্থাপনের পদ্ধতি ও সময়সীমা।**- (১) আপত্তি উত্থাপনকারীর প্রমাণের	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
প্রমাণাদি চেয়ারম্যান এবং আপত্তি উত্থাপনকারীর বরাবরে যথাক্রমে ০২ (দুই) ও ০১ (এক) কপি প্রদান করিবেন; (৫) বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন প্রমাণক দলিলপত্রাদি দাখিল করিলে উহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ০৩ (তিন) কপি সত্যায়নপূর্বক দাখিল করিতে হইবে; এবং (৬) কোন প্রমাণক দলিলপত্রাদি দাখিলের সময়সীমা তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম অনুযায়ী ফিসহ আবেদনপত্রে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশ ব্যতিত বর্ধিত করা হইবে না এবং এই সময়সীমা বর্ধিতকরণে তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৬ ব্যবহার করিতে হইবে।	প্রমাণাদি উপস্থাপনের পদ্ধতি ও সময়সীমা' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। 'প্রমাণক দলিলপত্রাদি' এর পরিবর্তে 'প্রমাণিক দলিলপত্রাদি' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	জবাবে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উপযুক্ত প্রমাণাদি চেয়ারম্যান এবং আপত্তি উত্থাপনকারীর বরাবরে যথাক্রমে ০২ (দুই) ও ০১ (এক) কপি প্রদান করিবেন; (৫) বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন প্রমাণিক দলিলপত্রাদি দাখিল করিলে উহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ০৩ (তিন) কপি সত্যায়নপূর্বক দাখিল করিতে হইবে; এবং (৬) কোন প্রমাণিক দলিলপত্রাদি দাখিলের সময়সীমা তফশিল-৩ এর ৩নং কলাম অনুযায়ী ফিসহ আবেদনপত্রে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশ ব্যতিত বর্ধিত করা হইবে না এবং এই সময়সীমা বর্ধিতকরণে তফশিল-৪ এ বর্ণিত ফরম-৫ ব্যবহার করিতে হইবে।	
২৮। (৬) নিবন্ধিত প্রজননবিদ অথবা সুবিধা বণ্টন দাবীর আবেদনকারীকে দাবীর সমর্থনে দলিল পত্রাদি বা প্রমাণক দাখিল করিবেন, যা বিবেচনাপূর্বক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ সুবিধা বণ্টনের দাবী মীমাংসা করিবেন।	'দলিল পত্রাদি বা প্রমাণক' এর পরিবর্তে 'প্রমাণিক দলিলপত্রাদি' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	২৮। (৬) নিবন্ধিত প্রজননবিদ অথবা সুবিধা বণ্টন দাবীর আবেদনকারীকে দাবীর সমর্থনে প্রমাণিক দলিলপত্রাদি দাখিল করিবেন, যা বিবেচনাপূর্বক উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ সুবিধা বণ্টনের দাবী মীমাংসা করিবেন।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
২৯। দলিলপত্রের আকার, ইত্যাদি ।- হলফনামা এবং অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) ব্যতিরেকে সকল দলিলপত্রাদি এবং দলিলপত্রাদির কপি চেয়ারম্যান বরাবরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্পষ্টাক্ষরে অমোচনীয় কালি দ্বারা বাম পার্শ্বে ১.০ ইঞ্চি (২.৫৪ সেমি) মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠা ব্যবহারপূর্বক A4 কাগজে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ চেয়ারম্যান বরাবরে বাংলায় লিখিত, মুদ্রণলিখিত, লিথোগ্রাফড বা মুদ্রিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।	আবেদন এবং অন্যান্য প্রমাণিক দলিলপত্রাদি বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং লিখিত, মুদ্রণলিখিত, লিথোগ্রাফড বা মুদ্রিতভাবে এর পাশাপাশি অনলাইনে দাখিল বিধান সংযুক্ত করা প্রয়োজন।	**২৯। দলিলপত্রের আকার, ইত্যাদি ।-** হলফনামা এবং অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) ব্যতিরেকে সকল দলিলপত্রাদি এবং দলিলপত্রাদির কপি চেয়ারম্যান বরাবরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্পষ্টাক্ষরে অমোচনীয় কালি দ্বারা বাম পার্শ্বে ১.০ ইঞ্চি (২.৫৪ সেমি) মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠা ব্যবহারপূর্বক A4 কাগজে চেয়ারম্যান বরাবর বাংলা/ ইংরেজিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লিখিত, মুদ্রণলিখিত, লিথোগ্রাফড বা মুদ্রিতভাবে বা অনলাইনে দাখিল করিতে হইবে।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
তফশিল-২ (১১) অনুরূপ/সদৃশ জাতের অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে NDUS এবং বিশেষ পরীক্ষণ (DNA Fingerprinting) ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:	তফশিল-২ এর ক্রমিক নং (১১) NDUS এর পূর্ণরূপ এবং DNA Fingerprinting-কে 'Molecular Technique' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। তফশিল-২ এর ক্রমিক নং (১১) ক্রমিক নং (১৩) মাতৃ এবং পিতৃ জাতের (Parentage and	তফশিল-২ (১১) অনুরূপ/সদৃশ জাতের অঙ্কন বা চিত্র (Art/Photograph) বা উভয়বিধ সহযোগে নুতনত্ব (Novelty), সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability) (NDUS) এবং বিশেষ	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।

গত ৩ জুন ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রস্তাবিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	অংশীজন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আলোচনা, সুপারিশ ও মতামত	আলোচনা, সুপারিশ ও মতামতের আলোকে সংশোধিত 'উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৬ (খসড়া)'	মন্তব্য
(১৩) জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ এবং পিতৃ জাতের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	Pedigree) কে 'মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree)' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	পরীক্ষণ (Molecular Technique) ফলাফলসহ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: (১৩) জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত মাতৃ/পিতৃ সারি এবং বংশের (Parentage and Pedigree) বিশদ বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	
তফশিল-২ ফরম-৯ [বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য] সুবিধাদি বিষয়ক অংশীদারিত্বের আবেদনপত্র	ফরমের ক্রমিক নং সংশোধন করা প্রয়োজন এবং 'সুবিধাদি' শব্দটি 'সুবিধা বন্টন' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	তফশিল-২ **ফরম-৮** [বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য] সুবিধা বন্টন বিষয়ক অংশীদারিত্বের আবেদনপত্র	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।
তফশিল-১-৪ এর ফরম	তফশিল-১-৪ এর প্রতিটি ফরমে স্বাক্ষর ও তারিখ, আবেদনকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা এবং ফোন/ মোবাইল নং, ই-মেইল সংযুক্ত করা প্রয়োজন।	তথ্যগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।	মতামতের আলোকে সংশোধন করা হয়েছে।